মালদার ঘটনা বিজেপি, কমিশনের ষড়যন্ত্র: তৃণমূল

আজকালের প্রতিবেদন

‘বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন আগুন নিয়ে খেলছে। মালদায় ঘটে–যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা তাদেরই নোংরা ষড়যন্ত্রের ফল। তারা রাজ্য সরকারের অভিজ্ঞ আধিকারিক এবং বর্ষীয়ান পুলিশ অফিসারদের সরিয়ে দিয়েছে। তাঁরা বাংলার প্রতিটি কোনা হাতের তেলোর মতো চিনতেন। তাঁদের জায়গায় বিজেপি–কমিশন এমন সব কেন্দ্রীয় আধিকারিককে চাপিয়ে দিয়েছে, যাঁদের আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান, জনবিন্যাস বা বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।’ মালদার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জানাল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের দাবি, এই বহিরাগতরা স্থানীয় পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নন, আর এখন বিজেপি এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাটিকে ব্যবহার করে সমগ্র রাজ্যকে কলঙ্কিত করতে চাইছে। বাংলাকে আইনশৃঙ্খলাহীন হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। এ ক্ষমারও অযোগ্য। মালদার ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। দলের তরফে বলা হয়েছে, ‘বিজেপি তাদের ‘বি টিম’ আইএসএফকে লেলিয়ে দিল, যাতে তারা মোথাবাড়িতে ইচ্ছে করে উত্তেজনা ছড়ায় এবং অশান্তির সৃষ্টি করে। বিজেপি কমিশনকে দিয়ে জয়ন্ত কান্তকে মোথাবাড়ির পুলিশ অবজার্ভার নিয়োগ করাল, যিনি বিহারের এক

বিজেপি নেত্রী ও প্রার্থীর স্বামী। ধারাবাহিকতা লক্ষ করুন। বিজেপির চুরি ধরা পড়ে গেছে। নোংরা ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে।’

এদিকে, মালদার ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস কোথাও কোনও ভাবেই যুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, ‘বিজেপি একটা গেমপ্ল্যান করেছে। বৈধ ভোটারের নাম কেটে অবৈধ ভোটারের নাম ঘোষণা করছে। বাইরে থেকে ভোটার ডেকে আনছে। এখানে রাষ্ট্রপতি শাসনের মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইছে। কিন্তু আমরা বলছি, এখানে এ সমস্ত কিছু হবে না।’ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘আমরা এই ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করছি। আদালতের ওপর আমাদের আস্থা আছে। আমরা আইনের পথে চলব।’ এরপরই তাঁর প্রশ্ন, ‘এখন আইনশৃঙ্খলা কার হাতে? এখন তো সরকারের হাতে কিছু নেই। ৪৮৩ জন অফিসারকে তুলে নেওয়া হয়েছে। নতুন যাঁরা দায়িত্বে এসেছেন, তাঁরা সব কিছু জানবেন কী করে? প্রশাসনের বিষয় তো কমিশনের দেখার কথা। কমিশন তা পারেনি। কমিশন ব্যর্থ।’ এরপরই চন্দ্রিমা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশে বলেন, ‘আর কত হুঙ্কার দেবেন? আপনার হুঙ্কারের শব্দগুলো আটকে গেছে।’

সমাজমাধ্যমে এদিন তৃণমূল জানিয়েছে, রাজ্যের অভিজ্ঞ আধিকারিক, পুলিশ অফিসারদের সরিয়ে দিয়েছে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন। এর ফলে কোথাও কোনও সমস্যা হলে তা সামাল দিতে পারছেন না তাদের নিযুক্ত আধিকারিকরা। যদি কেউ সত্যিই দোষী হয়ে থাকেন, তবে তিনি হলেন অমিত শাহ। জনগণকে রক্ষা করতে বার বার ব্যর্থ হওয়ার জন্য, আইনশৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করার জন্য এবং বাংলার শান্তি নিয়ে রাজনীতি করার জন্য অমিত শাহকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। বাংলা এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করবে না।

জানানোই হয়নি আমাকে

● ১ পাতার পর

সবই চলছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথায়। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি থেকে পুলিশ কমিশনার, সব জেলার জেলাশাসক, এসপি বদলে দিয়েছে। এমনকী বিডিও, আইসিদেরও সরিয়েছে। নতুন অফিসাররা জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও জনবিন্যাস সম্পর্কে জানেন না। কোথাও কোনও গন্ডগোল হলে তাঁরা সামলাবেন কী করে!’ মমতা বলেন, ‘রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে কমিশন পুরোপুরি ব্যর্থ। আর এখন একটা ঘটনা নিয়ে বলতে শুরু করেছে, বাংলার আইনশৃঙ্খলা শেষ হয়ে গেছে। একটা ঘটনার জন্য কেন বাংলার বদনাম করা হবে? এসবেরই মাথা অমিত শাহ।’

মালদার বৈষ্ণবনগরেও এদিন সভা ছিল মমতা ব্যানার্জির। সেখানে তিনি পরিষ্কার বলেন, ‘বিচারকদের আটকে রেখে হেনস্থা করাটা মোটেই উচিত কাজ হয়নি। এই গোলমালের জন্য উল্টে বাংলারই বদনাম হল। যে বিচারকরা আপনাদের জন্য কাজ করছেন, তাঁদের আটকে রেখে কী লাভ হল?’ অমিত শাহের পাশাপাশি গোটা ঘটনার জন্য তিনি সরাসরি কংগ্রেসের দিকেও আঙুল তুলেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘কংগ্রেসের একাংশের মদতেই এই গোলমাল আরও বেড়েছে, যার নেপথ্যে রয়েছে বিজেপির গভীর নীলনকশা।’

উল্লেখ্য, ভোটার তালিকায় নাম না ওঠায় বুধবার সকাল থেকেই মালদার মোথাবাড়ি এলাকায় ক্ষোভ দানা বাঁধছিল। বেলা বাড়তেই জনরোষ আছড়ে পড়ে এসআইআরের কাজে যাওয়া বিচারকদের ওপর। তার জেরে রাতে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে কালিয়াচক। অভিযোগ, বিক্ষোভকারী জনতা দীর্ঘক্ষণ কালিয়াচক–২ বিডিও অফিসে আটকে রাখেন সাতজন জুডিশিয়াল অফিসারকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহিলা–সহ তিন জন বিচারক। তাঁদের ঘিরেই চলে বিক্ষোভ। শেষমেশ সাত ঘণ্টা পর গভীর রাতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে বিচারকদের উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার সকালেও এই ইস্যুতেই পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, চালকের মাথা ফাটিয়ে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ইংরেজবাজার বিধানসভা কেন্দ্র। একই ইস্যুতে পুরাতন মালদা থানার নারায়ণপুর এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশ সুপারের কনভয়ের একটি গাড়িতে কয়েকজন বিক্ষোভকারী ইট ছোড়ে বলে অভিযোগ। তাতে গাড়ির কাচ ভাঙার পাশাপাশি চালকের মাথা ফেটে যায়। আক্রান্ত পুলিশের দুই গাড়িচালকের নাম ইকবাল হোসেন (৩৫) এবং রিঙ্কু সাহা (৩২)। প্রথম জন ইংরেজবাজার থানার পুলিশের গাড়ির চালক। দ্বিতীয় জন পুলিশ সুপারের কনভয়ের সামনের গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই হামলা চালানোর ঘটনায় ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোথাবাড়ির আইএসএফ প্রার্থী সাজাহান আলি কাদেরিকে। বুধবার রাত থেকে পরপর ঘটে চলা ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট ১৮ জনকে।

এদিন বৈষ্ণবনগরের সভা থেকে মমতা ব্যানার্জি সবাইকে শান্ত থাকার আবেদন জানান। তিনি বলেন, ‘এসআইআর কর্মসূচি চলাকালীন রাজ্যের বিএলও, এআরও মিলিয়ে ২২৫ জন মারা গেছেন। পরে ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখন বিজেপি চাইছে যেনতেন প্রকারে হাঙ্গামা–গন্ডগোল তৈরি করতে। কংগ্রেস–বিজেপি এখন একসঙ্গে কাজ করছে।’ মুখ্যমন্ত্রীর সাবধানবাণী, ‘ওদের পরিকল্পনা এবং চক্রান্তের ফাঁদে পা দেবেন না।’

তথ্য সহায়তা: প্রদীপ দে, প্রভাত সরকার, অভিজিৎ চৌধুরি

বৈষ্ণবনগরের তৃণমূল প্রার্থী চন্দনা সরকারকে সঙ্গে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি। মালদায়, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

কিছু দল এখানে বিজেপির টাকায় চলছে: মমতা

● ১ পাতার পর

আপনি পাল্টা ইট মারলে হিন্দু–মুসলমান করবে। এমন কিছু নেই যে অসভ্যতা ওরা করবে না।’

মমতা ব্যানার্জির এই বক্তব্যের লক্ষ্যই ছিল মানুষের মধ্যে আবেগের সঞ্চার করা এবং বিরোধীদের ‘অশুভ আঁতাত’ সম্পর্কে সাধারণ ভোটারদের সচেতন করা। তাঁর মতে, বিজেপি হল বাংলার জন্য এক কলঙ্ক এবং বাংলাকে টার্গেট করলে এই মাটি কখনও মাথা নত করে না, বরং দিল্লি দখলের পথ দেখায়। সারা বছর ঘুমিয়ে থেকে ভোটের সময় যারা টাকা ছড়িয়ে জেতার স্বপ্ন দেখছে, মালদার সচেতন মানুষ তাদের এবার ‘শূন্য’ করে ছাড়বে, এই আত্মবিশ্বাসের সুরেই তিনি এদিন বক্তব্য পেশ করেন।

বৈষ্ণবনগরের এই সভা থেকে এদিন তিনি স্পষ্ট করে দেন, ২০২৬–এর লড়াইয়ে কোনও আপস নয়, বরং বিজেপি, কংগ্রেস এবং বামেদের ‘অশুভ জোট’–এর বিরুদ্ধে তিনি একক শক্তিতেই রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

কেন্দ্রীয় অনুদান বাতিল, প্রতিবাদে নাট্য ও সংস্কৃতি কর্মীরা

আজকালের প্রতিবেদন

দেশ জুড়ে থিয়েটার, নৃত্য এবং সংস্কৃতির অন্যান্য ধারায় যুক্ত কর্মীদের ভবিষ্যৎ কি এবার গভীর সঙ্কটের মুখে? কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তে এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে বাংলার নাট্যমহলে। বৃহস্পতিবার, কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রের অনুদান বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল থিয়েটার কমিউনিটি’। সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন অরূপ রায়, সঞ্জীব সরকার, বিমল চক্রবর্তী, দেবাশিস মজুমদার, অসিত বসু, প্রবীর গুহ, সুতপা তালুকদার, সৌমিত্র মিত্র প্রমুখ। তাঁদের দাবি, তরুণ শিল্পীদের অভিনয় ও সংস্কৃতিমনস্ক করে তুলতে ‘স্যালারি গ্রান্ট’–এর মতো অনুদান গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের প্রকল্পে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

নাট্য সংগঠনের বক্তব্য, ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের প্রকাশিত নতুন সার্কুলার নাট্যকর্মীদের ভবিষ্যতকে আচমকাই সংশয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিশেষ করে, স্যালারি গ্রান্ট প্রকল্পের আওতায় থাকা শিল্পীদের অনুদান চলতি অর্থ বছরে বন্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ৩০০ নাট্যদলের অন্তর্গত প্রায় দু’হাজার থিয়েটারকর্মী ও সাংস্কৃতিককর্মী এই সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হতে চলেছেন। সংস্কৃতি মন্ত্রকের নতুন নীতিমালায় একটি বিচিত্র ইংরেজি শব্দবন্ধ ব্যবহার করা হয়েছে— ‘কোল্ড অফ’। নাট্যকর্মীদের অভিযোগ, এই শব্দবন্ধের আড়ালে আসলে বহু পুরনো ও সক্রিয় দলকে ২০২৪–২৫ এবং ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষের জন্য অনুদান চাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যুক্তিসঙ্গত কারণ না দেখিয়েই বলা হয়েছে, চলতি বছরে অনুদান নবীকরণ করা যাবে না। আন্দোলনকারী নাট্যকর্মীদের মতে, এটি আদতে শিল্পীদের ‘হিমঘরে’ পাঠিয়ে তাঁদের সৃজনশীল কাজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার এক চক্রান্ত।

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা

আজকালের প্রতিবেদন

হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার ছিল হনুমান জয়ন্তী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে সকলকে জানাই শুভেচ্ছা।’

উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খানকে শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। বৃহস্পতিবার ছিল সঙ্গীতশিল্পীর জন্মদিন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যমে লেখেন, কিংবদন্তি ধ্রুপদী সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খানের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট

● ১ পাতার পর

হয়েছে অভিযোগ তুলে মালদা ও অন্যান্য জেলায় পথে নেমেছেন মানুষ। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে বুধবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মালদার মোথাবাড়ি, সুজাপুর–সহ বিভিন্ন এলাকা। এসআইআর–এর কাজে নিযুক্ত সাতজন বিচারককে কালিয়াচক–২ ব্লক অফিসের ভেতর রাত পর্যন্ত আটকে রাখে উত্তেজিত জনতা। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ঘেরাও শুরু হলেও, গভীর রাত পর্যন্ত তাঁদের নিরাপদে সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনকী তাঁদের মুক্তির পর গাড়িতে পাথর ছোড়া ও লাঠি নিয়ে হামলার অভিযোগও উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শুনানি করে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ বলেছে, ‘এটি কোনও সাধারণ ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত ভাবে বিচারকদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা। বিচার–প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের এই প্রবণতা বরদাস্ত করা হবে না।’ একই সঙ্গে আদালত মন্তব্য করে, কমিশন নিয়ন্ত্রিত রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ‘দায়িত্ব পালনে গাফিলতি’ হয়েছে এবং কেন সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া হল না, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। আদালত বলেছে, মালদার ঘটনাটি ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

এসআইআর–এর কাজে যুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে না পারায় কমিশন–নিয়ন্ত্রিত রাজ্য প্রশাসনকে সরাসরি ভর্ৎসনা করে সর্বোচ্চ আদালত। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, ‘আমরা আগেই বলেছিলাম, এসআইআর–এ বিবেচনাধীন নামের নিষ্পত্তি করার কাজে নিযুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।’ উল্লেখ্য, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির চিঠি উদ্ধৃত করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার, কেউই ঘটনাস্থলে পৌঁছোননি। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিজে থেকেই পুলিশের ডিজি এবং স্বরাষ্ট্রসচিবকে ফোন করতে হয়েছিল। মুখ্যসচিবকে ফোনে পাওয়া যায়নি।’ এসআইআরের কাজে যুক্ত–থাকা বিচারকদের নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকলে তা পর্যালোচনা করে তাঁদের পরিবারকেও সুরক্ষিত রাখার বন্দোবস্ত করতে বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনকে। কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, বিচারকেরা যেখানে এসআইআর–সংক্রান্ত কাজ করবেন, সেখানে এক সঙ্গে তিন থেকে পাঁচজনের বেশি ঢুকতে পারবেন না।

মৃত রাজ্য সরকারি কর্মীদের পরিবারকে বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দিতে হেল্পলাইন

মৃত রাজ্য সরকারি কর্মীদের পরিবারের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মিটিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার অর্থ দপ্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে যাঁরা রাজ্য সরকারের নানা পদে কর্মরত ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে বকেয়া অর্থ দিয়ে দেওয়া হবে। ওই সময়ের মধ্যে যাঁরা অবসর নিয়েছিলেন, কিন্তু মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকেও বকেয়া মিটিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালের বকেয়া ডিএ এবং ডিআর প্রদানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্মী বা পেনশনভোগী অনেকেই আর জীবিত নেই। সেই পরিস্থিতিতে তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীরা কীভাবে এই অর্থ পাবেন, তা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর (০৩৩–২২৫৩৫৪১৭) এবং ই–মেইল আইডি চালু করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি জারির ১৮০ দিনের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

केनरा बैंक Canara Bank
সিন্ডিকেট Syndicate

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) নং ধারা)]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বাসুদেবপুর শাখা (১৯৩৪)
পোঃঅঃ– চাচণ্ড, ভায়া– নিমতিতা, থানা– চাচণ্ড, পিন–৭৪২২২৪

কানাড়া ব্যাঙ্ক, বাসুদেবপুর শাখা–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪/২০০২) [এখানে এর পরে ‘উক্ত অ্যাক্ট’ রূপে উল্লিখিত]–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২০.০১.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি** জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক বাবদ **₹৬,৮২,৩০২.০০** (ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশো দুই টাকা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য **ঋণগ্রহীতা: শিবাণী দাস,** স্বামী– সোমনাথ সরকার, কেয়াডাঙ্গা, ডহরপাড়, সুতি, জেলা– মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪২২০১ এবং **সহ–ঋণগ্রহীতা: সোমনাথ সরকার,** পিতা– কালীপদ সরকার, গ্রাম– মহেশতলা, পোঃঅঃ– কাঁকুরিয়া, জেলা– মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪২২০২–এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **₹৬,৮২,৩০২.০০** (ছয় লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশো দুই টাকা মাত্র), তৎসহ উদ্ভূত সুদ সমেত **কানাড়া ব্যাঙ্ক, বাসুদেবপুর শাখার** প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সামান্য কমবেশি ২.৭৫ ডেসিমেল জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– কেয়াডাঙ্গা, জে এল নং ৫১, এল আর খতিয়ান নং ১৪৬০, সাবেক ১৬৫, আর এস প্লট নং ৪০, এল আর প্লট নং ৪৫, বাড়ি, থানা– সুতি, জেলা– মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বধারক: শিবাণী দাস। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– সন্তোষ দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ– জিতেন দাসের সম্পত্তি; পূর্ব– নিমাই দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম– ৩.৫ ফুট চওড়া কাঁচা রাস্তা।

তারিখ: ০১.০৪.২০২৬
স্থান: বাসুদেবপুর
অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

DOLLAR
DOLLAR INDUSTRIES LIMITED
(CIN: L17299WB1993PLC058969)
Registered Office: 'Om Tower', 15th Floor, 32, J. L. Nehru Road, Kolkata – 700071
Phone No. 033-2288 4064-66. **Fax No.** 033-22884063 **Website:** www.dollarglobal.in **E-mail:** investors@dollarglobal.in

ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তর অনুরোধের নতুন লজমেন্ট/পুনরায় লজমেন্টের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি নোটিস (২য় অনুস্মারক)

গত ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের নতুন সেবি সার্কুলার নং HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 অনুসারে, **শেয়ারহোল্ডারদের** এতদ্দ্বারা **নোটিস দেওয়া হচ্ছে** যে, বিনিয়োগ সহজ করার জন্য ফিজিক্যাল সিকিউরিটিজ হস্তান্তর ও ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশনের জন্য আরও **একটি বিশেষ উইন্ডো** খোলা হয়েছে, যা ১ এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে বিক্রিত/ক্রীত এবং সম্পাদিত শেয়ারের **নতুন লজমেন্টের** জন্য এবং ১ এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে মূলত জমা দেওয়া ফিজিক্যাল শেয়ারের হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় লজমেন্টের জন্য, যা নথিপত্র/প্রক্রিয়ায় ত্রুটি বা অন্য কোনও কারণে বাতিল/ফেরত/অমীমাংসিত ছিল।

উক্ত বিশেষ উইন্ডো **৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে খোলা হয়েছে এবং ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭** পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং এই ধরনের সমস্ত হস্তান্তর প্রক্রিয়াকরণ করা হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে গ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করা হবে এবং এটি আরটিএ/কোম্পানি দ্বারা রেজিস্ট্রেশনের তারিখ থেকে ১ (এক) বছরের জন্য লক–ইন পিরিয়ডের অধীনে থাকবে এবং উক্ত লক–ইন পিরিয়ড চলাকালীন তা হস্তান্তর/চিহ্নিত/বন্ধক রাখা যাবে না।

যেহেতু কোম্পানি/আরটিএ দ্বারা সমস্ত নথিপত্র সঠিক পাওয়া গেলে হস্তান্তরিত শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডেই ইস্যু করা হবে, তাই ট্রান্সফারিদের অবশ্যই একটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং নিম্নলিখিত নথিপত্র জমা দিতে হবে, যেমন, (ক) আসল শেয়ার সার্টিফিকেট (খ) ১ এপ্রিল, ২০১৯–এর আগে সম্পাদিত ট্রান্সফার দলিল (গ) ক্রয়ের প্রমাণ (ঘ) কেওয়াইসি নথিপত্র (ঙ) ডিপি দ্বারা যথাযথভাবে প্রত্যয়িত ২ মাসের বেশি পুরনো নয় এমন সর্বশেষ ক্লায়েন্ট মাস্টার লিস্ট (সিএমএল) এবং চ) কোম্পানি/আরটিএ–র কাছে হস্তান্তরের জন্য নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় কোম্পানির ওয়েবসাইটে উপলব্ধ নির্ধারিত ফর্ম্যাট অনুযায়ী আন্ডারটেকিং কাম ইনডেমনিটি।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানির বা এর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ নিস টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড–এর সঙ্গে তাদের ই–মেল আইডি **nichetechpl@nichetechpl.com** বা তাদের অফিস ঠিকানা ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, ফ্লোর নং ৭, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা– ৭০০০১৭, টেলিফোন ০৩৩–২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮–এ অথবা কোম্পানির সঙ্গে **investors@dollarglobal.in**–এ আরও সহায়তার জন্য যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডলার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড–এর পক্ষে
স্বা/–
অভিষেক মিশ্র
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০২.০৪.২০২৬

GRIHUM
গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, ‘বি’ বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র–৪১১০১৪
ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: ৩ নং ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৫

ই–নিলাম – বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (‘অ্যাক্ট’) অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড** (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে ‘সুরক্ষিত ঋণদাতা’ হিসেবে উল্লিখিত)–এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি ০৪.০৫.২০২৬ তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই–নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.grihumhousing.com** দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর/ গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায় / মামলা (যদি থাকে) {K}
১	লোন অ্যাকাউন্ট নং: HM0011H18100267 শুভাশিস বৈরাগীনীরজ কুমার বিশ্বকর্মা (ঋণগ্রহীতা) দিলীপ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (সহ–ঋণগ্রহীতা) পারমিতা পাল	নোটিসের তারিখ: ১১.১২.২০২৫ মোট বকেয়া: ₹১২,৬৯,২৩৯.০০ (বারো লক্ষ উনসত্তর হাজার দুশো উনচল্লিশ টাকা মাত্র), ১১.১২.২০২৫ তারিখের ভিত্তিতে, তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৫.৮৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	দোতলা বাড়ি (গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ ২৯৫ বর্গফুট ও ফার্স্ট ফ্লোর ২৯৫ বর্গফুট) সমেত সামান্য কমবেশি ০১ কাঠা জমির প্লটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: অংশ বিশেষে আর এস দাগ নং ১৩০১, এল আর দাগ নং ২৯১৯, খতিয়ান নং ৭২৭, এল আর খতিয়ান নং ১১৩১৪, মৌজা– উদয়রাজপুর, জে এল নং ৪৩, থানা– মধ্যমগ্রাম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৯২/এ, সারদা পল্লী রূপে পরিচিত ও চিহ্নিত (ট্যাক্স রসিদ অনুসারে), মধ্যমগ্রাম পুরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন (ট্যাক্স রসিদ অনুসারে)। প্লটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: **পূর্ব**– দাগ নং ১৩০১; **পশ্চিম**– দাগ নং ১৩০১; **উত্তর**– দাগ নং ১৩২৬; **দক্ষিণ**– দাগ নং ১৩০১।	₹ ১৩,৭৬,৮৭৯.০০ (তেরো লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশো উনআশি টাকা মাত্র)	₹ ১,৩৭,৬৮৭.৯০ (এক লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছশো সাতাশি টাকা এবং নব্বই পয়সা মাত্র)	০২.০৫.২০২৬ বিকেল ৫টার আগে	₹ ১০,০০০.০০	২৭.০৪.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে)	০৪.০৫.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সুরক্ষিত ঋণদাতার শাখায় এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/ জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই–বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সি১ ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, গুড়গাঁও, হরিয়ানা–১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৯৮১১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই–মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, **যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই–মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২**–এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই–নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ০২.০৫.২০২৬ বা তার আগে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস/ ডিমান্ড ড্রাফ্ট রূপে ‘Grihum Housing Finance Limited- Auction Proceeds A/c’ (ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 091551000028; আইএফএস কোড: ICIC0000915, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পঞ্চশীল টেক পার্ক, গণপতি চকের কাছে, ৪৩/৪৪, বিমান নগর–৪১১০১৪)–এর অনুকূলে জমা দিয়ে https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই–মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং এগুলির স্ব–স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন এই **ঠিকানায়: ৩ নং ফ্লোর, ১৭৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), ডানলপ, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৩৫, মোবাইল: +৯১–৮২৮১১৩৮১৪৩, ই–মেল আইডি: p.adith@grihumhousing.com**। শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই–নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankeauctions.com** এবং **www.grihumhousing.com** দেখুন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ–ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিসটি ৩০ (পনেরো) দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে।

ইংরেজি সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও ফারাক পরিলক্ষিত হলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষ্য সঠিক রূপে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ০৩.০৪.২০২৬; স্থান: কলকাতা
স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড